ডানাকাটা পরী

যুথিকা বড়ুয়া

(দুই)

নিম্মুরা ছ'বোন। ওই সবার ছোট। কিন্তু কোণ্ কুক্ষণে যে জন্মগ্রহণ করেছিল, ওর জন্মলগ্নে যেন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল। মাতা-পিতার জীবনের অন্তিম ইস্যুতে যমজ কন্যা সন্তানের আগমনে সন্তুষ্ট ছিলেন না পিতা শশীমোহন। তিনি ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। পারেন নি অদৃষ্টকে মেনে নিতে। পারেন নি, জন্মদাতা পিতা হয়ে আপন সন্তান দ্বয়ের মুখদর্শণ করতে, তাদের সমাদরে গ্রহণ করতে। কিন্তু ভাগ্যের কি নিমর্ম পরিহাস! মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিষন্ন মনে ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিশাল মালবাহী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে মর্মান্তিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। আর ঐ দুঃসংবাদটি শ্রুতিগোচর হতেই হৃদক্রীয়া বিকল হয়ে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকন্যা দ্বয়ের জন্মধাত্রী মাতা উষারানি দেবী মৃত্যুবরণ করেন। অসহায় এবং এতিম করে রেখে গেলেন উর্মিলা ও নির্মলাকে। যাকে দত্তক নিয়ে সন্তানের অভাব পূরণ করেছিলেন ওর ছোটমাসি প্রমিলা দেবী, মেসো ধীরেন মুখুজ্জ্যে। যিনি ছিলেন স্থানীয় পলিটিক্যাল্পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা। যাকে পিতা বলে জানতো নির্মলা। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই মাসিমা, মেসোমশাই-এর সুশিক্ষায়-দীক্ষায় এবং স্নেহ-ভালোবাসার ছত্রছায়ায় গড়ে উঠতে থাকে। যার অন্ত ছিল না শৌখিন বিলাসিতার, অন্ত ছিল না স্বাধীনতার। কোনো কিছুর অভাব ছিল না। স্কুলের গন্ডি পার হয়ে, কৈশরের ধূলোবালি ঝেরে উঠতেই বাঁধভাঙ্গা যৌবনের ঢেউ যেন উপছে পড়ছিল ওর শরীরে। কি নিদারুণ স্নিগ্ধ-কোমণীয় রূপ, রঙ আর শরীরের গড়ন ছিল নির্মলার। লাল টুকটুকে দুষ্টমিষ্টি চেহারা। চঞ্চল প্রজাপতির মতো প্রাণবন্ত পদাচরণ, মসৃণ নিতম্ব, তীক্ষ্ণ নাসিকা, হরিণের মতো আঁখিপল্লব। মায়াবী চোখের চাউনি। ওর মুখের বাঁ-পাশে সর্বদা ঝুঁকে থাকতো একগোছা কোঁকড়ানো রেশমী চুল। তন্মধ্যে ওর অনাবিল মুখের অনিন্দ্য সুন্দর হাসিটাই ছিল সবচেয়ে হৃদয়াকর্ষক। যা কখনো ম্লান হতো না। রাজ্যের কথা নিয়ে সারাক্ষণ যেন খই ফুটতো মুখে। কখনো ক্লান্তও হতো না। কথায় কথায় রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ঠাট্টা রসিকতা। কখনো মজার মজার চুটকি শোনাতো। নিজেও হাসতো, আর পাঁচজনকে হাসাতো। সর্বাবস্থায় ওর উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ। যা আমাদের বন্ধুমহলের সকলকে চুম্বকের মতো আবিষ্ট করে রাখতো। এরূপ প্রাণোৎচ্ছল দুষ্টুমিষ্টি কন্যা নির্মলার চোখ ধাঁধানো রূপে বিচলিত হয়ে পড়লেন প্রমিলা দেবী।

বলতে বলতে হঠাৎ ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠল নির্মলার। হাসিটা বজায় রেখে বলল,-'বাড়ি ফিরতে দেরী হলে মা কি বলতেন জানিস! বলতেন,-'সন্ধ্যের পর একা কক্ষনো বাইরে থেকো না নীলু! দিনকাল ভালো নয়, মেয়েদের প্রতি মুহূর্তে বিপদ! সেফটি কোথাও নেই! আমার বড্ড ভয় হয় রে!"

মাকে আশ্বাস দেয় নির্মলা। বলে,-'ডোন্ট ওরি মম্! বাপি থাকতে আমার ভয় কিসের! চোখ তুলে তাকাবার সাহস হবে কারো! চোখ গেলে দেবো না!'

শুনে আঁতকে উঠেন প্রমিলা দেবী। তার কণ্ঠে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, চোখে বিভীষিকা। বড় বড় চোখ পাকিয়ে বললেন,-'সর্বণাশ! ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম! না নিলু, না, তোমার কাউকে কিচ্ছু করবার দরকার নেই! তাতে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না! আমি আজই তোমার বাপিকে বলে এর একটা বিহিত করছি। মানে মানে পাত্রস্থ করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই!'

চটে যায় নির্মলা। ভ্রু কুঁচকে বলে,-'নিশ্চিন্ত হই মানে, তোমাদের বোঝা হয়ে গিয়েছি, তাই না!'

-'বালাই ষাট, বোঝা হবে কেন! মামা-বাবার কোলে সন্তান কখনো বোঝা হয়! তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান নিলু! তোমায় নিয়ে আমাদের কত স্বপ্ন, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা! কন্যা সন্তানকে পাত্রস্থ করা, সংসার বেঁধে দেওয়া, এ তো আবহমানকালের চিরাচরিত রীতি-নীতি। মাতা-পিতার চরম দায়িত্ব এবং কর্তব্যও! এর চে' পরম সুখ-আনন্দ বাবা-মায়ের জীবনে আর কিছু নেই নিলু!'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নির্মলা বলল,-'জামানা অভি বদল গয়ী মাম্মী! ওসব বিয়ে-টিয়ের চিন্তা এখন কোরো না তো! সাত পাকে বাঁধা এত সহজে পড়ছি না! আগে নিজের ক্যারিয়ার, তার পর অন্য কিছু!'

শুনে প্রতিবাদ করে ওঠেন প্রমিলা দেবী,-'শোনো মেয়ের কথা! জামানা বদলে গেলেও বংশ পরম্পরা সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি বলে একটা প্রথা আছে। যা আজও বদলায় নি, এবং কোনদিন বদলাবে না! এ তো মাবনজাতির পরম ধর্ম, নারী-পুরুষের চিরন্তন বন্ধন। তুমি কখনোই উপেক্ষা করতে পারো না। মেয়েরা তো জন্মেছেই অন্যের জন্যে। চাইলেও কি তোমায় বুকে বেঁধে রাখতে পারবো কোনদিন! মা-বাবার কোলে জন্ম নিলেও মেয়েরা হলো অন্যের সম্পদ। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। মা-বাবার দায়িত্ব, কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষায়, দীক্ষায় সাবলম্বী করে তোলা। সসম্মানে তাকে সুপাত্রস্থ করা। তোমার স্বামী হোক, ঘর-সংসার হোক, সন্তান হোক, নাতি-নাতনীর মুখ দর্শণ করি, মা হয়ে এটুকু আশাও কি আমরা করতে পারি নে, নিলু!'

বলে নির্মলাকে বুকে নিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরলেন প্রমিলা দেবী। খানিকটা আবেগের বশীভূত হয়েই ওর কপালে আলতো একটা চুম্বন করে বললেন,-'বেশ, মানলাম! বিয়ে না হয় এখন করলে না! কিন্তু পাত্রের ছবিখানা দেখতে তো তোমার আপত্তি নেই! খুব ভালো একটা সম্বন্ধ এসেছে। তুমি মত দিলেই আমরা এগোবো! জানো, আমাদের সমকালে নিজের মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকুও মেয়েদের ছিল না!'
বলতে বলতে দ্রুত বেডরুমে ঢুকে পড়লেন প্রমিলা দেবী। আলমারীর ড্রয়ার খুলে একটি ছবি বের করে আনলেন। একগাল হেসে উৎফুল্ল হয়ে বললেন,-'দ্যাখো, কেমন চমৎকার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুঠাম সুদর্শণ পাত্রের সন্ধান পেয়েছি দ্যাখো! দেখে বলবে, কেমন লাগল! নাও, ধরো!'

সলজ্জে মায়ের হাত থেকে পাত্রের ছবিখানা বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে নির্মলা। বিছানায় শুয়ে চোখ পাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে, পাত্রের মুখাকৃতিতে শুধু হ্যান্ডসাম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারাই নয়, ওর পৌরুষে একটা আভিজাত্যের ছাপটাও অনায়াসে ধরা পড়ছে। যার প্রথম দর্শণে যাদুমন্ত্রের মতো এতটাই বিমুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল, চকিতে বিলুপ্ত হয়ে গেল নির্মলার ক্যারিয়ার গড়া এবং নিজেকে সাবলম্বী করে তোলার স্বপ্ন ও ইচ্ছানুভূতি। আকস্মিক প্রেমের পত্তনে এক অভাবনীয় নীরব ভালোলাগা আর ভালোবাসার অবগাহনে এমন তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল যে, অচীরেই ভুলে গেল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ জীবনের আদর্শ ও ভাবনাগুলিকে। বেমালুম ভুলে গেল, অগাধ স্বাধীনতায় মুক্ত-বিহঙ্গের মতো সহেলিদের সাথে চিন্তাবিহীন জীবন জোয়ারে খুশীর পাল তুলে ভেসে বেড়ানোর সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে। জীবনের সবচে' পরম পাওয়া মনপসন্দ জীবনসাথীটিকে হাসিল করে নেবার একমাত্র প্রলোভনেই সেদিন রাতারাতিই সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম বদলে গেল নির্মলার। ছবি থেকে ওর নজরই সড়েনা। ঠিক এমনিই একজন জীবনসাথী চেয়েছিল নির্মলা। যার চরণে হৃদয়-মন-প্রাণ, ভালোবাসা সব উজার করে ঢেলে দেবে। ওর স্বপ্নের চীরকূট সেই রাজপুত্ররটিই বটে! ভাবাই যায়না। কল্পনারও অতীত। যেদিন হৃদয়ের দূকূল প্লাবিত করে, খুশীর তুফান উড়িয়ে কত যে রঙ্গিন স্বপ্ন দু'চোখের কোণে আঁকা শুরু করে দিয়েছিল, তার ইয়ত্তাই ছিল না।

ওদিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রমিলা দেবী মনে মনে ভাবছিলেন, না জানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাত্রের কত না দোষ-ত্রুটি বের করছে! হয়তো এক্ষুণিই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বলবে,-'তোমার গুণধর পাত্রটি হাসতেও কি জানে না! কেমন গম্ভীর হয়ে আছে দ্যাখো! তন্মধ্যে গাল ভর্তি দাড়ি! রাবিশ! এমন পাত্রই কি তোমার পছন্দ মাম্মী?'

কিন্তু নির্মলার কি ধরণের পাত্র পছন্দ, তা প্রমিলার অবগত নয়! ছোটবেলা থেকে লাগাম ছাড়া অগাধ স্বাধীনতায় গড়ে উঠেছে, নিজের ইচ্ছামতো নিজেকে পরিচালিত করেছে, আজ আপত্তি করলেও কি ও' মেনে নেবে! প্রমিলা দেবী যখনই নিজের অধিকার জাহির করতে চেয়েছিল, তখনই মনকে ওর দুর্বল করে দিয়েছে। আর অগ্রসর হতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে, ওকে যেন কে চেপে ধরে আছে। অনুভব করেছে, এক ধরণের কোমল বেদনাময় অনুভূতি। যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক, হৃদয়বিদারক। প্রমিলা দেবীর ভয় হয়, চিন্তা হয়, জীবনের একমাত্র সম্বল, ভরসা নির্মলা, মাতৃত্বের একাত্ম বন্ধন থেকে চিরদিনের মতো বিচ্ছেদ না হয়ে যায়! ওর আনন্দেই প্রমিলার সুখ-শান্তি, মাতৃত্বের পূর্ণতৃপ্তি সব! একেই একরোখা মেয়ে, বিরল সেন্টিমেন্টাল! অনমণীয় ওর জেদ। সর্বদা নিজের চাহিদা হাসিল করে নেওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পেটে না ধরলেও নিজের মায়ের চে'একাংশও কম নয়! প্রবাদ বাক্যে আছে, 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী!'

সত্যিই তাই! মাসি হয়ে মায়ের ভূমিকা পালনে শুধুমাত্র দায় সাড়াই নয়, ভুল ক্রমে এতটুকু কার্পণ্যতা কখনো করেনি! প্রমিলার দৃঢ়ভাবেই অবগত আছে, কোনো কারণে বিগড়ে গেলে, সহসায় মাথা ঠান্ডা হয়না নির্মলার। সারাদিন মুখ গোমড়া করে অন্ধকার কক্ষে পড়ে থাকে নির্জনে। প্রমিলা না পারে সইতে, না পারে কিছু কইতে।

সবুর সয়না প্রমিলার। মিনিট কুড়ি পার হয়ে গেল, নির্মলার কোনো সারা শব্দ নেই। ওর কমপ্লিমেন্ট শোনার জন্যে প্রচন্ড উতলা হয়েছিল প্রমিলা। একসময় নিজেই গুটিগুটি পায়ে নৈঃশব্দে এগিয়ে যায় জানালার দিকে। চুপিচুপি জানালায় উঁকি দিয়ে দ্যাখে, বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পাত্রের স্থির চিত্রের রূপ-রস একেবারে সহৃদয়ে আস্বাদন করছে নির্মলা। কখনো আপন মনেই বিড় বিড় করছে। কখনো অব্যক্ত আনন্দে চোখমুখ ওর উজ্জ্বল দ্বীপ্তিময় হয়ে উঠছে। আবার কখনো গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছে, চিন্তা করছে। কিন্তু যাই ভাবুক, পাত্র যে ওর পছন্দ হয়েছে, এ বিষয়েই দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয় প্রমিলা। ভিতরে ভিতরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মনস্থির করে, বিয়েটা আজই টেলিফোনে পাকা করে ফেলবে। কিন্তু বিয়ে সাধি বলে কথা, ছেলে খেলা নয়। বিবাহ মানে, দু'টি সবুজ ও কোমল আত্মার পরম মিলন। পাত্রের ব্যক্তিগত একটা মতামত আছে, রুচী, অভিরুচী আছে। আর সেটা জানবার জন্যই পাত্র-পাত্রী দুজনের একবার মুখোমুখি দর্শণ হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রমিলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই একদিন যথারীতি একান্তে নির্জনে নিঃভৃতে পাত্র-পাত্রী মুখোমুখি হয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছাসে নিঃসংকোচেই আলাপচারিতায় দুজন দুজনকে জেনে নেয়, চিনে নেয়। আপন করে নেয় দুজন দুজনকে। যেন কতদিনের চেনা, পরিচিত! কত ঘনিষ্ঠতা! মনে হয় যেন, দুজন দুজনের জন্যই জন্মেছে! ওদের মিলন জন্ম-জন্মান্তরের! এই অঙ্গীকারেই অন্তরঙ্গ আলাপানে ওরা এতোটাই মর্শগুল হয়েছিল, ক্রমাণ্বয়ে অতিবাহিত হতে লাগল কত অগণিত প্রহর। সন্ধ্যে পেরিয়ে অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। হুঁশই নেই কারো। অনুভব করে, আকাশের চাঁদটাই বুঝি ওরা পেয়ে গিয়েছে হাতে। তবু স্বপ্ন আর বাস্তবের সন্ধিক্ষণে হবু স্বামীর উপস্থিতি ও তার বন্ধুসুলভ অমায়িক আন্তরিকতার অভিব্যক্তিটুকুই নির্মলাকে এমন ভাবে বুদ করে রেখেছিল, অনুভব করে, বিদ্যুতের শখের মতো সারাশরীর জুড়ে এক অনবদ্য ভালোলাগার তীব্র অনুভূতির জাগরণ, সঞ্চালণ। যার বিশ্লেষণমূলক কোন ব্যাখ্যা সেদিন জানা ছিলনা নির্মলার। যার নাম ভালোবাসা। অনুভত হয়, সেই গভীর ভালোবাসার এক অবিচ্ছেদ্য গভীর টান! যা অনন্তকালের, কোনদিন ছিন্ন হবার নয়! কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও কি একবারও কল্পনা করতে পেরেছিল, ওর ঐ কাঙ্খিত কামনা-বাসনা, ভালোলাগা আর ভালোবাসার ইচ্ছানুভূতিগুলি কত অর্থহীন! কখনো কি ভেবেছিল, বাসররাতের চরম মুহূর্তেই চমকিত বিজলীর ঝকমকে আলোর মতো হঠাৎ নিভে গিয়ে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে নির্মলার মতো সহজ সরল একটি মাসুম মেয়ের জীবন! ওর স্বপনে আঁকা রঙ্গিন ছবিগুলি ক্ষণিকের অশ্রুজলেই সব মুছে যাবে!

যুথিকা বড়ুয়া : টরোন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com